যায়যায়দিন

NOV. 06 2006

অস্থির রাজনীতি, শঙ্কিত শিক্ষার্থী

দেশের রাজনৈতিক অস্থির অবস্থার প্রভাব শিক্ষাঙ্গনেও পড়তে শুরু করেছে। রোজা ও ঈদের ছুটির পর এরই মধ্যে এক দফা পিছিয়ে গেছে বিভিন্ন পাবলিক ইউনিভার্সিটি খোলার তারিখ। এতে পিছিয়ে গেছে ক্লাস ও পরীক্ষা। ফলে সেশনজট বাড়তে শুরু করেছে। সেসঙ্গে রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলো মুখোমুখি অবস্থানে থাকায় উৎকণ্ঠায় রয়েছে হাজার হাজার শিক্ষার্থী।

দেশের প্রধান বিদ্যাপীঠ ঢাকা ইউনিভার্সিটির আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ মুখোমুখি অবস্থানে থাকায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। দেশের অস্থিতিশীল অবস্থার কারণে কর্তৃপক্ষ ঈদের ছুটির পর আগামী ৯ নভেম্বর পর্যন্ত ছুটি এবং ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সব পরীক্ষা স্থগিত করেছে। কিন্তু এর পরও ইউনিভার্সিটির পরিবেশ নিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

গত পরশু ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। কয়েক দিন আগে মধুর ক্যান্টিন থেকে ককটেল এবং একটি আবাসিক হল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বর্ধিত ছুটি আরেক দফা বাড়ানো হতে পারে বলে একটি জাতীয় দৈনিকে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। ফলে আবারও পরীক্ষা স্থগিত এবং নতুন করে সেশনজটের আশঙ্কায় রয়েছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

শুধু ঢাকা ইউনিভার্সিটিই নয়, দেশের অন্যান্য পাবলিক ইউনিভার্সিটি এবং কলেজগুলোর অবস্থাও একই। অধিকাংশ পাবলিক ইউনিভার্সিটিই তাদের ঈদের ছুটি বর্ধিত করেছিল। এরই মধ্যে দু-একটি খুললেও সাধারণ শিক্ষার্থীরা উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে।

ইউনিভার্সিটিগুলোতে নতুন ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কয়েকটি ইউনিভার্সিটি ইতিমধ্যে ভর্তি ফরমও বিতরণ শুরু করেছে। ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতার যে ঢেউ শিক্ষাঙ্গনে পড়তে শুরু করেছে– তাতে শুধু বিদ্যমান ছাত্রছাত্রীরাই নয়, ভর্তিচ্ছুরাও শঙ্কার মধ্যে রয়েছে। ভর্তি পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে সেশনজট কাঁধে নিয়েই শুরু করতে হবে তাদের উচ্চ শিক্ষার পর্ব।

শিক্ষাঙ্গনের এ অস্থির পরিবেশ সচেতন কেউই কামনা করে না। সবাই চায় সব সময় শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকুক। শিক্ষার্থীরা শঙ্কামুক্তভাবে ক্যাম্পাসে যেন বিচরণ করতে পারে– সে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া দরকার। এ বিষয়ে পলিটিশিয়ানদের প্রতি আমাদের আহ্বান, দয়া করে আপনাদের ছাত্র সংগঠনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করুন যাতে ইউনিভার্সিটিগুলোতে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় থাকে।